পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর
গৃহীত
নং ...
স্বাক্ষর ...
তারিখ ...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩

নং-পবম/পরিবেশ-৩/৬/বিপদি/২০১৭/১৫৩ তারিখঃ ০৭.০৩.২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নার্থে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

(রোকসানা তারান্নুম)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৭২২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
০৩। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
০৪। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।
০৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
০৬। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
০৭। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৯। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
১১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১৩। সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
১৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১৫। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ।
১৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ।
১৭। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
২০। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

জরুরী / অতিজরুরী
আলোচনা করুন/
সংশ্লিষ্ট নথিতে পেশ করুন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিচালক: প্রশাসন/মনিঃ ও এনঃ আইন/ পরিকল্পনা; পরিবেশগত ছাড়পত্র/ জলঃ পরিঃ ও আন্তঃ কম; প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবঃ/ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ আইটি; ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা মহাঃ/ ঢাকা গবেষণাগার
পিডি/ ডিপিডি: কেস/সিবিএ-ইসিএ/ ওডিএস /3R প্রকল্প; বঙ্গচুল্লা/ টিএনসি/ প্রোগ্রামাটিক সিডিএম
স্টাফ অফিসার
মহাপরিচালক

উপ-পরিচালক (প্রশাসন) / (অর্থ) / (প্রচার) / (পি পি)
সহঃ পরিচালক (সেবা) / (কারিগরী) / (প্রচার) / পিএ
নথিতে উপস্থাপন করুন
জরুরী পেশ করুন
আলোচনা করুন
পরিচালক (প্রশাসন)

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অধিদপ্তর/সংস্থা ঃ

০১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, মহাখালী, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
০৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, রামপুরা, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, শাহবাগ, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবদুল গনি রোড, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৮০ মতিঝিল, ঢাকা।
১৪। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর)/(দক্ষিণ)।
১৬। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, রমনা, ঢাকা।
১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
১৯। পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, মিরপুর, ঢাকা।
২০। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা।
২১। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ বয় স্কাউটস্, স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
২২। নির্বাহী সচিব, গার্ল গাইডস, বেইলী রোড, ঢাকা।

অভ্যন্তরীণ ঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব(পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০২। অতিরিক্ত-সচিব (উন্নয়ন)/(প্রশাসন)/(পদূনি), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। অতিরিক্ত সচিব(পরিবেশ-১/২/আইন) , পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন)/(বন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৬। উপসচিব, বন শাখা-১/বন শাখা-২/বন শাখা-৩/পরিবেশ শাখা-২, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৭। সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিবেশ শাখা-১/, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি ঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। মাননীয় উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩

বিষয়ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি, মন্ত্রী
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
সময়	ঃ	সকাল ১১:৩০ টা
উপস্থিতি	ঃ	তালিকা সংযুক্ত

সভার শুরুতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অনুষ্ঠান যা প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে। এ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় উপস্থিত থেকে পরিবেশ পদক, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার,বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন এবং সামাজিক বনায়নে শ্রেষ্ঠ উপকারভোগীদেরকে চেক প্রদান করে থাকেন। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সম্মেলনে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ঐ বছরই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনের প্লেনারী সেশনে বিশ্বের জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণ ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্লেনারী সেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- **"Go Wild For Life"** যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছিল ঃ বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ।

অপরদিকে জনবহুল বাংলাদেশে জীবন ধারনের জন্য ও জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, অভ্যন্তরীন সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "বৃক্ষরোপণ" কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বৃক্ষরোপণ অভিযানের ফলে সারা দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়। এ গণসচেতনাকে ধরে রাখার জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশ উন্নয়নে দেশের সর্বত্র ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ ও এ বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আরো গতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয়ভাবে ৩ (তিন) মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা- ২০১৬ তে গতবারের প্রতিপাদ্য ছিলঃ জীবিকার জন্য গাছ, জীবনের জন্য গাছ"।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-এ দুটি কর্মসূচীই জুন মাসে পালিত হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে ২০১২ সাল থেকে সরকারী সিদ্ধান্তে এক্ষেত্রে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে আসছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে এ কর্মসূচীসমূহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় এবং গৃহীত কর্মসূচী দেশব্যাপী পালিত হয়। এর পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিবেশ পদক, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, Bangabandhu Award for Wildlife Conservation এবং সামাজিক বনায়নে শ্রেষ্ঠ উপকারভোগীকে চেক প্রদান করা হয়ে থাকে।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) জনাব নুরুল করিম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীতব্য কর্মসূচির ওপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

আলোচ্যসূচী-১ঃ সাধারণ

ক্রঃ নংঃ	বিষয়/কর্মসূচী	প্রাসঙ্গিক বর্ণনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.১	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উদযাপন এবং পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় নির্ধারণঃ	বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে ৫ জুন ইউনেপ কর্তৃক নির্ধারিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত; তবে গত বছর (২০১৬ ইং সনে) পবিত্র রমজান মাস, ঈদ-উল-ফিতর ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততাজনিত কারণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান উদযাপন এবং বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলার উদ্বোধনী ৩১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হয় মর্মে মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর জানান। প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, এ বছর (২০১৭ ইং সনে) ২৮ মে হতে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রমজানে বৃক্ষমেলা আয়োজিত হলে ক্রেতা দর্শক সমাগম কম হয় বিধায় অংশগ্রহণকারী নার্সারী মালিক সমিতি রোজার পরে এটি আয়োজনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। সে কারণে ১৩ হতে ২০ জুলাই, ২০১৭ তারিখের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্যের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। সভাপতি বলেন, বৃক্ষমেলা রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হতে কোন বাঁধা নেই। উদ্বোধনের তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক সময়ে তাঁর নির্দেশনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। কাজেই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তারিখ উল্লেখ করে সুবিধাজনক তারিখে বর্ণিত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি চাওয়া যেতে পরে। মাননীয় উপমন্ত্রী বিষয়টি সমর্থন করে বলেন, যথাযথ প্রচারণা চালালে বৃক্ষমেলায় দর্শক উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব।	বিশ্ব পরিবেশ দিবসের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তারিখ ৫ই জুন উল্লেখ করে সুবিধাজনক তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান উদযাপন এবং বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি চাওয়া হবে।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১.২	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মেলার ভেন্যু বরাদ্দ বিষয়ক ঃ (ক) BICC বরাদ্দ (খ) মাঠ বরাদ্দ	সচিব মহোদয় বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধনের সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করে বর্ণিত তারিখের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (BICC) হলরুম বরাদ্দ এবং মেলার জন্য এর পার্শ্ববর্তী বাণিজ্য মেলার মাঠ বিনা ভাড়ায় ও জামানতবিহীন বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আফজাল হোসেন বলেন, এ মন্ত্রণালয় হতে পত্র পাওয়া গেলে বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর উদ্বোধনের সম্ভাব্য তারিখ ৫ই জুন উল্লেখ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলার জন্য মাঠ বরাদ্দের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১.৩	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালযের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপ-মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের বাণী প্রণয়ন, অনুমোদন এবং প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরের বাণী সমূহের খসড়া প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এ প্রসঙ্গে জানান, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। তবে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শ্লোগান এখনো চূড়ান্ত হয়নি মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক জানান। শ্লোগান চূড়ান্ত হলে বাণী প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর খসড়া বাণী প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শ্লোগান নির্ধারিত হলে খসড়া বাণী উভয় দপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
১.৪	বক্তৃতা প্রণয়ন (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপ-মন্ত্রী ও	সচিব মহোদয় বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর স্ব-স্ব অংশের প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে খসড়া বক্তৃতা প্রণয়ন করতে পারে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তা একীভূত ও	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শ্লোগান নির্ধারিত হলে উভয় দপ্তর কর্তৃক	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

	সম্মানিত সচিব মহোদয়ের)	পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	একত্রে সমন্বিত খসড়া বক্তৃতা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ও প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
১.৫	সংবাদ সম্মেলন	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ সম্পর্কিত প্রেস কনফারেন্স কোথায় এবং কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উদ্‌যাপন এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক বিষয়ে ১ থেকে ৪ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রস্তাব রাখেন।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হওয়া সাপেক্ষে সংবাদ সম্মেলন আগামী ১ থেকে ৪ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে।	সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১.৬	**উভয় অধিদপ্তরের জাতীয় পদক ও চেক প্রদান ঃ পদক প্রাপ্তদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ**	অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বলেন, অন্যান্য বছরের ন্যায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭, বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৬ প্রদান ও সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে চেক বিতরণ করা যেতে পারে। পদক/পুরস্কার ও চেক বিতরণ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি চাওয়া যেতে পারে। সচিব মহোদয় বলেন, উভয় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে জাতীয় পদক প্রাপ্তদের বাছাই শেষে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে গত বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ক্যাটাগরীতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটাগরীতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি- মোট দুইটি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়। পদক প্রাপ্তদেরকে ২১ ক্যারেট মানের দুই তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজারমূল্য ও অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। তবে উপযুক্ত প্রার্থী না থাকায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে পদক প্রদান করা যায়নি। প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৬ উপলক্ষ্যে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৫ এর জন্য মনোনীত ১০টি ক্যাটাগরীতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত-১০ জন এবং সামাজিক বনায়নে সর্বোচ্চ অংকের চেক গ্রহণকারী একজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপকারভোগী, Bangabandhu Award for Wildlife Conservation এর ৩ ক্যাটাগরীতে ০৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation"-২০১৬ প্রাপ্তদের ০২ ভরি ওজনের স্বর্ণ পদক/সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও নগদ ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।	ক. গত বছরের ন্যায় এ বছরও যথাসময়ে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭, বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, বৃক্ষরোপনে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান ও সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে চেক প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে পদক প্রাপ্তদের বাছাই শেষে তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করতে হবে। খ. গত বছরের ন্যায় "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation"-২০১৭ প্রাপ্তদের ০২ ভরি ওজনের স্বর্ণ পদকের পরিবর্তে সমপরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে। এর সঙ্গে একটি সাধারণ মেডেল দেয়া যেতে পারে।	**মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর**

১.৭	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা অনুষ্ঠান	প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ এর তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ অন্যান্য বেসরকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান/টকশো প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বিগত বছরগুলোতে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV), চ্যানেল আই, চ্যানেল-২৪ এ আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ বেতারে বৃক্ষমেলার গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রচার করা হয়। এছাড়া গত বছর এ বিষয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগত তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বলেন, তারা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান বিটিভি ও অন্যান্য চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(ক) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গত বছরের ন্যায় এবারও গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। (খ) বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে ও পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপিংসহ স্ক্রলে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/ **মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর** / প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর/ সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১.৮	**পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা-২০১৭**	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পশ্চিম পার্শ্বের মাঠে ০৭ (সাত) দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলার আয়োজন করা যেতে পারে এবং অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ অনুরূপভাবে পরিবেশ মেলা আয়োজনসহ পরিবেশ সপ্তাহ পালন করতে পারে। প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, পরিবেশ মেলার একই ভেন্যুতে জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হতে পারে। গত বছর জাতীয় বৃক্ষমেলা উদ্বোধন হয় ৩১ জুলাই, ২০১৬ তারিখে এবং সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে; জাতীয়, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার স্থায়ীত্বকাল যথাক্রমে-১মাস, ১৫ দিন, ০৭ দিন ও ০৩দিন মর্মে তিনি জানান।।	পরিবেশ মেলা এবং বৃক্ষমেলা ০৫ জুন ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হবে। রমজান মাস থাকায় আগে থেকেই মেলার বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রচারনার ব্যবস্থা করতে হবে। মেলার স্থায়ীত্বকাল গতবারের অনুরূপ হবে।	**মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,** প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
১.৯	পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা, টেলিফোন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা, টেলিফোন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত জ্ঞাপন করা হয়।	পরিবেশমেলা ও বৃক্ষমেলা প্রাঙ্গনে নিরাপত্তা, টেলিফোন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে যথাক্রমে-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এবং ডেসকো-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় /স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় /ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ /স্থানীয় সরকার বিভাগ /বিদ্যুৎ বিভাগ

			মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১.১০	অতিথি তালিকা ও আমন্ত্রণপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ	আমন্ত্রণপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ এবং বিতরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আমন্ত্রণপত্রের নকশা গতবারের চেয়েও আকর্ষণীয় করার বিষয়ে সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(ক) বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আমন্ত্রণপত্র মে ২০১৭ এর প্রথম সপ্তাহে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) আমন্ত্রণপত্রের মুদ্রণ সমাপ্ত হলে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) উভয় অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে একটি সমন্বিত অতিথি তালিকা প্রণয়নপূর্বক মে ২০১৭ এর প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
১.১১	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিতব্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি জানান, গতবারের মতো এবারও তারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করবে।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা, ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ৫ জুন, ২০১৭ তারিখে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১.১২	বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মহোদয় বলেন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ উপলক্ষে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা যায়; ক্রোড়পত্র ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা যেতে পারে। গত বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্রে (বাংলা ও ইংরেজী) ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছিল মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক জানান। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত বছর ৫ জুন তারিখে সমকাল, আজাদী, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক ইত্তেফাক ইত্যাদি জাতীয় সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা, ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধনের তারিখ ৩১ জুলাই	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫ জুন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না হলে উক্ত তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ক্রোড়পত্র এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখে বৃক্ষরোপণ অভিযান	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়

		বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হয় মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর জানান।	ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে।	
১.১৩	স্মরণিকা প্রকাশ	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০১৭ উপলক্ষে পরিবেশবিদ, লেখক, গবেষক এবং বরেণ্য ব্যক্তিগণের লেখা সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা যায়। স্মরণিকায় পরিবেশ অবক্ষয়, মাটি দূষণ, পাহাড় কর্তন গ্রীন ইকোনমি, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শব্দদূষণ, কার্বন ট্রেডিং, ইটভাটা প্রযুক্তি, ইটিপি প্রযুক্তি, সাসটেইনেবল ট্রান্সপোর্টেশন, রিলোকেশন অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, আরবান প্লানিং ইত্যাদি পরিবেশ বিষয়ক লেখা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া যায় মর্মে তিনি বলেন। বিগত বছরে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষে বিশিষ্ট বনবিদদের নিকট হতে বৃক্ষ ও বন বিষয়ক লেখা আহবান করতঃ স্মরণিকা প্রনয়ণ করা হয় এবং তা জাতীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয় মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক জানান।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৭ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর/ সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

আলোচ্যসূচি-২ঃ পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদযাপন সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচীঃ

ক্রঃ নং	বিষয়/ কর্মসূচি	প্রাসঙ্গিক বর্ণনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য- "Connecting People to Nature" প্রতিপাদ্যটির বাংলা ভাষান্তর ও অনুমোদন গ্রহণ	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) বলেন, বিশ্বব্যাপী গ্রামীন জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে এবং জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর তাদের পূর্ন নির্ভরশীলতা বিশেষতঃ পানি, উর্বর মাটি ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহে প্রকৃতির অপরিসীম অবদানে ধন্য হচ্ছে। ফলে দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বা মাত্রাতিরিক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তারাই সর্বাগ্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। অর্থের মানদন্ডে প্রকৃতির উপহারকে মূল্যায়ন করা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ বাতাসের মতো দুষ্প্রাপ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বিনামূল্যে প্রাপ্তিযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। নির্মল প্রকৃতির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের জীবন ও জীবিকার নির্ভরশীলতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে জনমানুষের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার, সর্বোপরি প্রতিবেশগত সেবার মূল্য বিবেচনায় প্রকৃতি সংরক্ষনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউনেপ কর্তৃক ২০১৭ সালের জন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "Connecting People to Nature" নির্ধারিত হয়েছে মর্মে তিনি জানান। প্রতিপাদ্যটির বাংলা ভাষান্তর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	পরিবেশ অধিদপ্তর হতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "Connecting People to Nature" প্রতিপাদ্যটির বাংলা ভাষান্তর করে আগামী আগামী ২রা মার্চের মধ্যে তিনটি বিকল্প প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.২	জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ এর সাইটেশন প্রণয়ন ও পুস্তিকা প্রকাশ	প্রতি বছরের মতো এ বছরও জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রাপ্ত সকল ক্যাটাগরির ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অর্জনের ওপর সাইটেশন প্রণয়ন এবং একটি জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ পুস্তিকা প্রকাশ করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন।	জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রাপ্ত সকল ক্যাটাগরির ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অর্জনের ওপর সাইটেশন প্রণয়ন এবং একটি জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের আর্থিক	দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭	(ক) দেশের সকল জেলা ও	(ক)পরিবেশ

	ও কারিগরি সহায়তায় জেলা ও উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন: মন্ত্রিপরিষদ সচিব, শিক্ষা সচিব এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বরাবর ডিও পত্র প্রেরণ	উদ্‌যাপনের জন্য সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবগণের উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত মন্ত্রণালয়সমূহে বিশেষ অনুরোধ জানানো যায় মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রস্তাব করেন।	উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনের জন্য সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিববৃন্দ কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে উল্লেখিত মন্ত্রণালয়সমূহে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) বর্ণিত পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ও বন মন্ত্রণালয় (খ)পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (গ)মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ /শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২.৪	পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় ঢাকা মহানগরীর ১০০টি নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর জানান, বিগত বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততায় ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত ১০০টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনিস্টিউটে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। তবে গত বছর যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান ভালভাবে আয়োজিত হয়েছে এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচিতে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যারা আয়োজন করতে পারেনি তাদেরকে বাদ দিয়ে আরও কিছু সংখ্যক স্কুলকে (মোট ১০০টি) সম্পৃক্ত করা যায়। বিগত বছরের মতো এ বছরও সকল জেলার একটি সরকারি বালক ও একটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়কে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর নির্বাচিত ১০০টি সরকারী/বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল/মাদ্রাসা/কারিগরী প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৫	**সকল মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে খুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি/শ্লোগান স্ক্রল** আকারে প্রচার	সকল মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে খুদে বার্তা (যথাসময়ে নির্ধারিত হবে) প্রেরণ করা যেতে পারে এবং বিষয়টি পূর্বেই বিটিআরসি'র মাধ্যমে নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সকল মোবাইল ফোন অপারেটরের মাধ্যমে দিবসের প্রতিপাদ্য খুদে বার্তাযোগে গ্রাহকদের কাছে প্রেরণের জন্য যথাসময়ে বিটিআরসিকে অনুরোধ করতে হবে এবং খুদে বার্তা প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিটিআরসি	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/ চেয়ারম্যান, বিটিআরসি

			কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২.৬	শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বলেন, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যথাযথভাবে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৭	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় এবং বিগত বছরের ন্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিযোগিতাটির চূড়ান্ত পর্ব সম্প্রচার করা যায় মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রস্তাব রাখেন।	(ক) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। (খ) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (খ) তথ্য মন্ত্রণালয় /বাংলাদেশ টেলিভিশন
২.৮	শ্লোগান প্রতিযোগিতা	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে শ্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৯	পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার/ রাউন্ড টেবিল/মুক্ত আলোচনা	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, জিসিএফসহ পরিবেশ আইন ও বিধি বাস্তবায়নে অন্তরায় ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার/ রাউন্ড টেবিল/মুক্ত আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর অভিমত ব্যক্ত করেন।	(ক) বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, জিসিএফসহ পরিবেশ আইন ও বিধি বাস্তবায়নে অন্তরায় ইত্যাদি বিষয়ে ২দিন ব্যাপী উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে হবে। (খ) দিবসের তাৎপর্যকে তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.১০	জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের সম্পৃক্ততায় সপ্তাহব্যাপী গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে জেলা তথ্য অফিসসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়ের সম্পৃক্ততায় সপ্তাহব্যাপী গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি	তথ্য মন্ত্রণালয়/ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ সিনিয়র তথ্য অফিসার,

			গ্রহণ করবে।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
২.১ ১	পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম	বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান স্ব-প্রনোদিত হয়ে পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্পোরেট/শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনিটর করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.১ ২	সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ (চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলা)	বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত হয়ে থাকে মর্মে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২.১ ৩	বিবিধ ঃ র‍্যালী আয়োজন	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর বলেন, র‍্যালী আয়োজনটি কার্যকরী না হওয়ায় গত বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালী আয়োজন করা হয়নি। র‍্যালীর পরিবর্তে এ বাবদ প্রাক্কলিত অর্থ উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান করে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল মর্মে তিনি জানান।	বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কোন র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবেনা। র‍্যালী বাবদ সংরক্ষিত অর্থ উপজেলা পর্যায়ে পরিবেশ দিবস পালনের জন্য তাদের অনুকূলে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

আলোচ্যসূচী-৩ঃ-জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচী ঃ

ক্রঃনংঃ	বিষয়/কর্মসূচী	প্রাসঙ্গিক বর্ণনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৭ এর মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ	প্রধান বন সংরক্ষক জানান, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "জীবিকার জন্য গাছ, জীবনের জন্য গাছ"। এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণের জন্য সভায় ১১টি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়।	বন অধিদপ্তর তাদের প্রেরিত প্রতিপাদ্যের প্রস্তাবনা হতে যাচাই বাছাই করে ০৩টি প্রস্তাবনা আগামী ২রা মার্চের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বন-২ শাখায় প্রেরণ করবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর/ অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন)
৩.২	মাননীয় প্রধান অতিথি কর্তৃক "জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন এবং এ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি কর্তৃক বৃক্ষরোপণ	বৃক্ষরোপণের স্থান ও প্রজাতি নির্বাচন, ভিআইপিগণ কর্তৃক রোপিতব্য চারার সংখ্যা নির্ধারণ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, গত বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাগেশ্বর, হৈমন্তী, মহুয়া, চাম্পাফুল, পলাশ, কাঁঠালিচাপা, নিম, বকুল, বন সোনালু, জারুল, কাঞ্চন, হরিতকী, কাঁঠাল, ছাতিয়ান, জলপাই, বহেরা, সোনালু, শিমুল, তেঁতুল ও তেলসুর বৃক্ষ প্রজাতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন, ফার্মগেট, ঢাকা প্রাঙ্গনে "তেঁতুল" বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।	'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন এবং এ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বৃক্ষরোপণের জন্য কয়েকটি উপযুক্ত ফলজ ও বনজ বৃক্ষের প্রজাতির তালিকা আগামী আগামী ২রা মার্চের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বন-২	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

			শাখায় প্রেরণ করবে।	
৩.৩	বৃক্ষরোপণ অভিযান সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচার মাধ্যমে (সরকারী ও বেসরকারী) ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার ছাড়াও শহরের উল্লেখ্য যোগ্য স্থানে ব্যানার ও হোর্ডিং স্থাপন	গত বছর বৃক্ষরোপণ অভিযান সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচার ছাড়াও শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানে ব্যানার ও হোর্ডিং স্থাপন করা হয় মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক সভাকে অবগত করেন।	বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথাসময়ে সকল প্রচার মাধ্যমে (সরকারী ও বেসরকারী) ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার ছাড়াও শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানে ব্যানার ও হোর্ডিং স্থাপন করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.৪	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ কে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ	ডাক টিকেটের প্রচলন কম থাকায় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৫, ও ২০১৬ উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করা হয়নি মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক সভাকে অবগত করেন।	বাস্তবতার নিরিখে এ বছরও স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করা হবে না।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.৫	জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন	জাতীয় বৃক্ষরোপণ ২০১৭ উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন করা যেতে পারে এবং র‍্যালীর জন্য ব্যানার, প্লাকার্ড, মনোগ্রাম খচিত গেঞ্জি, টুপি, ফেষ্টুন ও বেলুন ইত্যাদি সংগ্রহ/তৈরী করা যেতে পারে মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক বলেন।	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালী আয়োজন করতে হবে এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.৬	জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলা আয়োজনের লক্ষ্যে গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিতরণ	প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, গত বছর জাতীয়, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ আয়োজনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক গাইড লাইন প্রণয়ন করতঃ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে বৃক্ষমেলা আয়োজনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক গাইড লাইন প্রণয়ন করতঃ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ের বন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.৭	জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলার স্টলের সংখ্যা ও স্টল বরাদ্দের জন্য ফি নির্ধারণ	প্রধান বন সংরক্ষক জানান, গত বছর জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলায় ৯০টি স্টল নির্মাণ করা হয়। মেলায় অংশগ্রহনের জন্য ৭৭ টি প্রতিষ্ঠান হতে ১০৯ টি স্টল বরাদ্দের জন্য আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬৯ টি প্রতিষ্ঠানকে ৯০ টি স্টল (সরকারী-০৯টি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ টি +বেসরকারী/ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারী/এনজিও-৫২টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৭ টি+নন নার্সারী ০৮ টি প্রতিষ্ঠানকে-০৮টি স্টল) বরাদ্দ প্রদানসহ নিম্নোক্ত হারে ফি আদায় করা হয়ঃ সিঙ্গেল স্টল প্রতিটি - ১০,০০০/-, ডাবল স্টল প্রতিটি - ২০,০০০/-। বন অধিদপ্তরের ০২ টি স্টল (নিয়ন্ত্রণকক্ষ ০১ টি, তথ্য কেন্দ্রের ০১টি) হতে ফি আদায় করা হয়নি। ৮৮ টি স্টল থেকে মোট ৮,৮০,০০০/- টাকা ফি পে-অর্ডারের মাধ্যমে আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে রাজস্ব হিসেবে জমা প্রদান করা হয়। জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১০০ টি স্টল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক জানান। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলেন, সংস্থাসমূহের পৃথক বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তাদের অনুকূলে বিনা ভাড়ায় ষ্টল বরাদ্দ করা যেতে পারে।	জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষমেলার স্টলের সংখ্যা ও স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে ফি এর পরিমান উল্লেখ করে বন অধিদপ্তর আগামী ১৫.০৩.২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। খ. এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহকে বিনা ভাড়ায় ক্লাস্টার আকারে পাশাপাশি জায়গায় ষ্টল বরাদ্দ করতে হবে। গ. বৃক্ষ মেলার যথাযথ উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ মেলার জন্য ষ্টল বরাদ্দ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

৩.৮.	জাতীয়, বিভাগীয় সদর, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টল সমূহের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ	প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, গত বছর জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী ষ্টল সমূহের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া গত বছরে সমাপনী অনুষ্ঠানে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তসহ স্টল মালিকদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।	জাতীয়, বিভাগীয় সদর, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলা আয়োজন এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী ষ্টল সমূহের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.৯	জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ	জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠান হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক বলেন।	জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭এর উদ্বোধনী ৫ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হলে সমাপনী অনুষ্ঠান বন ভবনে জুলাই ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.১০	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে শিশুদের মাঝে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান	প্রধান বন সংরক্ষক জানান, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৬ উপলক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে শিশুদের মাঝে জাতীয় পর্যায়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রতিযোগিতার গ্রুপ ছিল নিম্নরূপঃ 'ক' গ্রুপ ঃ (৫-৮ বছর পর্যন্ত) 'খ' গ্রুপ ঃ (৯-১২ বছর পর্যন্ত) 'গ' গ্রুপ ঃ (প্রতিবন্ধী শিশু) গত বছরে সমাপনী অনুষ্ঠানে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৫ এর জন্য মনোনীত ২য়, ৩য় পুরস্কার প্রাপ্ত এবং রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা- ২০১৭ উপলক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.১১	বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী-দের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান	গত বছরে বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক সভাকে অবহিত করেন। প্রতিযোগিতার গ্রুপ ছিল নিম্নরূপঃ– ক) স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে (৫০০ শব্দ) খ) কলেজ/সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যায়ে (৭৫০ শব্দ) গ) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে (১০০০ শব্দ)	বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.১২	বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে সকল বৃক্ষমেলা প্রাঙ্গনে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও এতদ্সংক্রান্ত তথ্য কণিকা, স্মারক পুস্তিকা ও পোষ্টার বিতরণ	গত বছরে বৃক্ষরোপণ ও এর পরিচর্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে সকল বৃক্ষমেলা প্রাঙ্গনে তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ জনগণের মধ্যে তথ্য কণিকা "চারা রোপণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত" পুস্তিকা ও পোষ্টার বিতরণ করা হয়েছিল মর্মে প্রধান বন সংরক্ষক সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ উপকারভোগীকে চেক প্রদান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বিজয়ীদের পরিচিতি ও কর্মকান্ড সংক্রান্ত স্মারক প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী , জেলা, উপজেলা পর্যায়ে তথ্যকণিকা, "চারা রোপণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত" পুস্তিকা ও পোষ্টার বিতরণ করা হয়।	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে সকল বৃক্ষমেলা প্রাঙ্গনে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও এতদসংক্রান্ত তথ্য কণিকা, স্মারক পুস্তিকা ও পোস্টার বিতরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

৩.১৩	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, গত বছর ২০১৬ সনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়নি।	রমজান মাস থাকায় এ বছরেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে না।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
৩.১৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষের চারা বিতরণ	গতবারের ন্যায় এবারও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষের চারা বিতরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃক্ষের চারা বিতরণ করতে হবে।	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩.২.০১৭

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু)
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়